নাগরিক সমাজের ব্যানারে জামায়াতের বিক্ষোভ কর্মসূচি

মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য দেন নুরু রহমান, তাওফিকুল ইসলাম ও আবুল হোসেন।

নুরু রহমান বলেন, মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম করে প্রাথমিক বাছাই করা হয়েছে। নতুন করে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত যোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এতে সাধারণ নাগরিক ও কৃষকরা সুবিধা পাবেন এবং সার বিতরণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে হবে।

সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দাবি, আবেদনকারীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে সার ডিলার হওয়ার যোগ্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সার বিক্রির সক্ষমতা রাখেন, দল-মত নির্বিশেষে জনস্বার্থে তাদের বাছাই করে ডিলার নিয়োগ দিতে হবে।

তাওফিকুল ইসলাম বলেন, কতিপয় সরকারি দলের লোকের যোগসাজশে যোগ্য প্রার্থীদের বাতিল করে দলীয় একপেশে লোকদের নিয়োগ দেওয়ার যে পাঁয়তারা চলছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন গোপনে ও রাতের আঁধারে করা হয়, তখন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না। রাতের আঁধারে ঘরে বসে স্বৈরাচারী কায়দায় সার ডিলার নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে।

পরে জেলা প্রশাসক বরাবর ছয় দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাছাই কমিটিতে আবেদনকারী সার ডিলারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা, অযোগ্য আবেদনকারীদের বাতিলের কারণ

প্রকাশ করা এবং যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার বেশি হলে প্রকাশ্যে লটারির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা।

এ ছাড়া স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হলে সম্ভাব্য অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করা এবং কোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ সুবিধা না দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

মেহেরপুরে মেধাবী শিক্ষার্থীর পাশে হিউমেন ওয়েলফেয়ার ইউথ অ্যালায়েন্স

এসএসসি পরীক্ষায় এ+ অর্জন করেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কলেজে ভর্তি হতে পারছিল না এক মেধাবী শিক্ষার্থী। অর্থের অভাবে যেন তার শিক্ষাজীবন থেমে না যায়, সে লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়িয়েছে হিউমেন ওয়েলফেয়ার ইউথ অ্যালায়েন্স।

সংগঠনের উদ্যোগে ওই শিক্ষার্থীকে গাংনী সন্ধানী কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে। পাশাপাশি তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্বও নিয়েছে সংগঠনটি।

এই মানবিক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হিউমেন ওয়েলফেয়ার ইউথ অ্যালায়েন্সের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সাইদ মাহফুজুর রহমান। এ উদ্যোগে সহযোগিতা করেছেন সাদিয়া আক্তার রিপা ও আহামেদ হুসাইন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেধাবী কোনো শিক্ষার্থী যেন শুধুমাত্র অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে।

আমঝুপিতে দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম।

গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছালে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টরা।

পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেখানে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন।

এ সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান স্বাগত বক্তব্য দেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ও সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম।

পরিদর্শনকালে ক্যাপ্টেন (অব.) গণিউল আজম বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতায় রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত না হলেও ১৬টি রিলে সাঁতারের পুরস্কার গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দেওয়া ওই অভিযোগে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা কোনো রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পুরস্কার বিতরণের সময় সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন শারীরিক শিক্ষক রিলে সাঁতারের ১৬টি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অভিযোগে সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. শরিফ উদ্দীন, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফারাহ হোসেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মো. সোহেল রানা, হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আব্দুল কুদ্দুস এবং উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. জাকারিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম অভিযোগ করেন, যে খেলা অনুষ্ঠিতই হয়নি, সেই খেলার পুরস্কার কীভাবে বিতরণ করা হলো এ নিয়ে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা বিস্মিত হন। তিনি বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সাঁতার প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামও এ দায় এড়াতে পারেন না। বিষয়টি তাকে জানানো হলেও তিনি কোনো

কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ করেন আবুল কালাম। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

গাংনীতে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জুয়েল হোসেন (১৬) নামে এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে সংশোধনাগারে পাঠানোর আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার জুয়েল হোসেন গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার হাশেম আলীর ছেলে। ভুক্তভোগী শিশুটিও একই গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুটি চৌগাছা এলাকার একটি পুকুরে মাছ ধরা দেখতে যায়। সেখানে জুয়েল হোসেন মাছ ধরছিলেন। শিশুটিকে দেখে তিনি তাকে ডাকেন এবং পাশের আমবাগানে গেলে সেদিন যত মাছ ধরবেন, সব মাছ তাকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। পরে শিশুটিকে আমবাগানের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ভয়ে শিশুটি প্রথমে বিষয়টি কাউকে জানায়নি। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তার কাছে বিষয়টি জানতে চান। একপর্যায়ে শিশুটি পরিবারের কাছে ঘটনার কথা জানায়। পরে স্বজনরা তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে শিশুটি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে গাড়াডোব এলাকা থেকে জুয়েল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। এজাহারে অভিযুক্তের বয়স ১৯ বছর উল্লেখ করা হলেও জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী তার বয়স ১৬ বছর। তাকে সংশোধনাগারে পাঠানোর আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে অভিযোগ স্বীকার করেনি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বখাটেপনার অভিযোগ রয়েছে। আগামীকাল ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নেওয়া হবে।

গাংনীতে ৮০ পিস ইয়াবাসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৮০ পিস ইয়াবাসহ সাকিব আল হাসান
(৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি-১২।

রোববার দুপুরে উপজেলার তেরাইল বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক সাকিব আল হাসান গাংনী উপজেলার অলিনগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

এসআরবি-১২ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, তেরাইল বাজার এলাকায় মাদক নিয়ে এক ব্যক্তি অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সাকিব আল হাসানকে আটক করে তার কাছ থেকে ৮০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সিপিসি-৩, এসআরবি-১২ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, উদ্ধার করা ইয়াবাসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা করা হয়েছে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এস আর বি) প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সব ধরণের অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জঙ্গী, সন্ত্রাসী, সংঘবদ্ধ অপরাধী, ছিনতাইকারী, জুয়ারি, মাদক ব্যবসায়ী, খুন, এবং অপহরণসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার আসামী গ্রেফতারে এস আর বি নিয়মিত অভিযান চালিয়ে আসছে।

মেহেরপুর সদর ইউসিসিএ লিঃ এর নির্বাচন সম্পন্ন; সভাপতি সামছুল আলম

মেহেরপুর সদর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডের (ইউসিসিএ লিঃ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে ১০ ভোট পেয়ে মোঃ সামছুল আলম নির্বাচিত হয়েছেন।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোঃ আফাকুল ইসলাম ও মোঃ সামছুল আলম। নির্বাচনে আফাকুল ইসলাম ৭ ভোট এবং সামছুল আলম ১০ ভোট পান।

নির্বাচন শেষে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় মোঃ সামছুল আলমকে সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে নির্বাচনী এলাকার ৫টি ব্লকের সদস্য পদে একজন করে প্রার্থী

থাকায় সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪-এর ৩২(১) বিধি অনুযায়ী তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন নির্বাচনী এলাকা ব্লক-০২ থেকে মোঃ তাহাউদ্দীন, ব্লক-০৩ থেকে মোঃ শামসুল হক, ব্লক-০৪ থেকে মোঃ ইয়ারুল ইসলাম, ব্লক-০৫ থেকে মোঃ মফিউর রহমান এবং ব্লক-০৬ থেকে মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন।

অন্যদিকে সহ-সভাপতি পদে এবং নির্বাচনী এলাকার ব্লক-০১-এর সদস্য পদে কোনো প্রার্থী না থাকায় পদ দুটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফলে সভাপতি পদে মোঃ সামছুল আলমের প্রাপ্ত ভোট ১০ এবং মোঃ আফাকুল ইসলামের প্রাপ্ত ভোট ৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিটির সভাপতি মোঃ মাহবুবুল হকসহ সংশ্লিষ্টরা ফলাফল ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে তিন ফসলি জমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামে তিন ফসলি কৃষিজমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

রোববার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী ও শরিফুল ইসলাম বকুল।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামের মৌজা নং-৯১ এলাকায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা চলছে।

এলাকাটি কৃষিনির্ভর হওয়ায় এসব জমি অধিগ্রহণ করা হলে স্থানীয় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে।

গ্রামবাসীর দাবি, চাঁদবিলের ৭১ নম্বর মৌজায় বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে প্রধান সড়কের পাশে ইম্প্যাক্ট হাসপাতাল, ব্র্যাক সিড অফিস, ফিলিং স্টেশন, ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় কৃষিজমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। অবশিষ্ট তিন ও চার ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়বে।

মানববন্ধনে চাঁদবিল গ্রামবাসীর পক্ষে জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার বলেন, “আমাদের গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। গ্রামের একমাত্র মাঠটি ‘মেহেরপুর মাঠ’ নামে পরিচিত। সেখানে কৃষকদের পাঁচ থেকে ১০ কাঠা করে সামান্য জমি রয়েছে। এসব জমি অধিগ্রহণ করে বিজিবি ব্যাটালিয়ন নির্মাণের কথা আমরা জানতে পেরেছি। ক্যাম্প হলে কৃষকেরা ওই জমিতে আর চাষাবাদ করতে পারবেন না। তাই আমরা জমি অধিগ্রহণ বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।”

জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী বলেন, “চাঁদবিলের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এসব জমিতে চাষাবাদ করে জীবন-জীবিকা ও সংসার পরিচালনা করেন। সামান্য এই জমির ওপরও যদি সরকারি হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে পুরো এলাকার মানুষ অসহায় হয়ে পড়বে। কৃষকদের বাঁচাতে আমরা মানববন্ধন করছি। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। তিন ও চার ফসলি জমিতে সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা না করার দাবি রয়েছে। দেশ ও কৃষককে বাঁচাতে কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে।”

শরিফুল ইসলাম বলেন, “আমাদের গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের সামান্য পরিমাণ জমির মধ্যেই ইতোমধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দিন দিন কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অবশিষ্ট জমিতে চাষাবাদ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। কৃষকদের পাশাপাশি কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।”

তিনি বলেন, “আমরা কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছি না। তবে কৃষকের শেষ সম্বল তিন ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো স্থাপনা চাই না। কৃষিজমি রক্ষা করে বিকল্প জায়গায় বিজিবি বাটালিয়ন বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি।”

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, কৃষিকাজের জন্য অবশিষ্ট সামান্য জমিটুকুও অধিগ্রহণ করা হলে এলাকার কৃষিনির্ভর মানুষ জীবিকা হারাবেন। তাই প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করে তিন ফসলি কৃষিজমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপির অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এবং চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সজিব আলী, আশরাফ আলী, আবুল কালাম, জাকের আলী, মতিউর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুরে সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও মাদ্রাসায় ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর শহরের ঘোসপাড়ায় সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও ইসলামিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক আফরোজা ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তজউদ্দীন খানের ছেলে আব্দুল্লাহ আল নোমান ও তার সহধর্মিনী।

সহকারী শিক্ষক আব্দুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধরের সহধর্মিণী, জুডিশিয়াল সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের সহধর্মিণী এবং আহমদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রউশন আলী টোকনের সহধর্মিণী।

এ সময় স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং বিপুলসংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থী, হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলা ফিরছে

“মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে শুরু হয়েছে গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলা। বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আয়োজন করা হচ্ছে এ প্রতিযোগিতা। দীর্ঘদিন পর মাঠে ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে ও অংশ নিতে স্থানীয়দের মধ্যেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

একসময় গ্রামবাংলার মাঠে নিয়মিত হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি ও লাঠিখেলার মতো নানা ঐতিহ্যবাহী খেলা অনুষ্ঠিত হতো। সময়ের সঙ্গে এসব খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। এর পরিবর্তে শিশু-কিশোরদের একটি বড় অংশ মোবাইল ফোন ও অনলাইন

[redacted]

[redacted]

[redacted]